ISSN-2230-780X | Loukik, Volume-12 (1) | August 2017 & January 2018

লৌকিক

সংখ্যা ১২ (১ম)
১৪২৪-১৪২৫ বঙ্গাব্দ

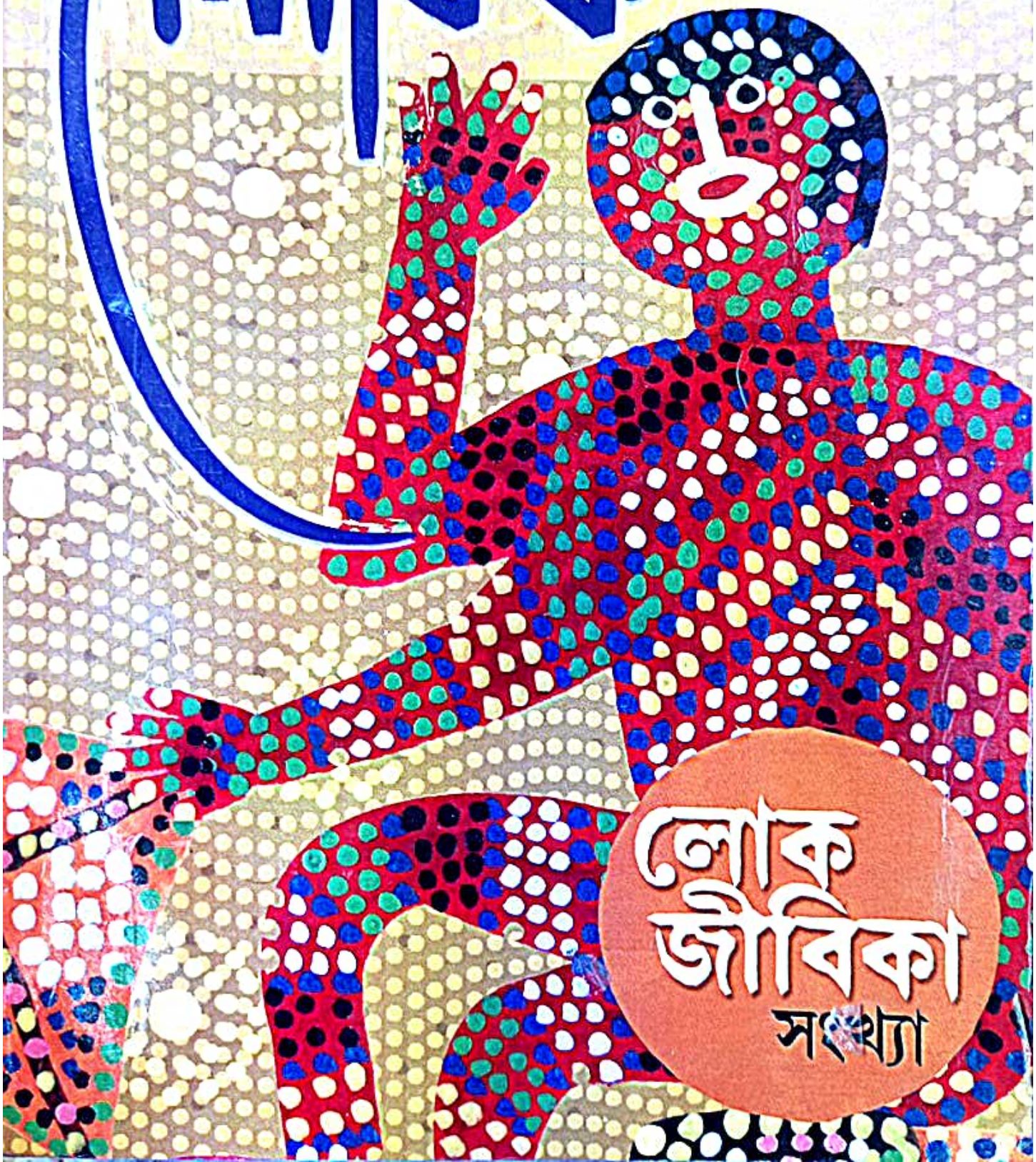

লোক জীবিকা সংখ্যা

Loukik

Loukik
ISSN-2230-780X
Regn. No. WBBIL/2007/20156
Volume 12 (1) August 2017-January 2018

Office
13/C, Chanditala Lane, Kolkata-700040
Mobile No. 9830268945

Advisory Board
Prof Bela Das (Assam University)
Prof Abu Doyen (Jahangirnagar University, Bangladesh)
Prof. Md Jahangir Hossain (Rajsahi University, Bangladesh)
Dr Narayan Halder (Rabindra Bharati University)
Dr Subrata Paul (Ranchi Universitty)
Basari Mukhopadhyay, Retired Prof. Charuchandra College
Dr Puspa Boiragya, Rastraguru Surendranath College
Prof. Rajat Kishore Dey (Gaur Banga University)
Prof. Tapan Mandal (Diamond Harbour Women's University)

Editorial Board
Prof Barun Kumar Chakrabborty (Chairman)

Editor
Dr. (Smt.) Koel Chakraborty
Asst Ediors
Dr. Pabitra Kumar Mistri
Dr. Vyasdev Ghosh

Publisher & Printer
Dr. (Smt.) Koel Chakraborty
13/C, Chanditala Lane, Kolkata-700040
and
Printed at Akshar Prakasani
32, Beadon Row, Kolkata-700006

Price : 150.00

বিষয় সূচি

লোকপেশা স্মৃতিকথা	নারায়ণ হালদার	৯
লোকজীবন ও লোকজীবিকা : চর্যাপদে	সোমদত্তা ঘোষ (কর)	১৮
লোকজীবিকা : উত্তরবঙ্গের মৃৎশিল্প	বিকাশ পাল	২২
নিহারয়া : সোনা সন্ধানীদের কথা	হিমাদ্রি মণ্ডল	৩০
'ইহা ভদ্রলোকের বাড়ি'	সৌম্যদীপ মণ্ডল	৩৬
সুন্দরবনের মৌলেদের জীবন ও জীবিকা	সুমিতা মণ্ডল	৩৮
সুন্দরবন জীবনের জীবিকা কাঁকড়া মারা	শেখর রায়	৪৫
লোকজীবিকা ও লোকশিল্প : প্রসঙ্গ বাঁকুড়ার বেলমালা	লক্ষ্মীকান্ত পাল	৫২
সময় আলখ্যে পশ্চিমবঙ্গ সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রথাগত পেশা	নবকুমার দুয়ারী	৫৫
শালপাতার তৈজস	উজ্জ্বল প্রামাণিক	৭৭
লোকজীবিকা : বাঁশ শিল্প	শ্যামাশংকর রায়	৮৪
লোকজীবিকা : উনিশ পাড়ার কথা	মুহম্মদ আয়ুব হোসেন	৮৯
মাদুলি শিল্প : ভাগ্য নয়, শ্রমই যেখানে লোকজীবিকার অন্যতম উপায়	অনির্বাণ মান্না	৯৩
নদীয়া জেলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠীর লোকজীবিকা	শুক্লা বিশ্বাস	১০০
মৌলেদের মনের কথা : প্রসঙ্গ সুন্দরবন	তপন বর	১০৪
লোকজীবিকা : ঝাঁকা ও ডালি তৈরি	মনোয়ার আলি	১১৫
বাঙালি বিবাহ গীতি : জীবিকার এক নতুন দিশা	মালবিকা মণ্ডল	১১৭
মাদুলি শিল্পে লোকপ্রযুক্তি	তড়িৎ মণি	১২৫
লোকায়ত পেশা : পাট শিল্প	জয়ন্ত বিশ্বাস	১২৯
নদীয়া জেলার লোক পেশা : ছানা	রিঙ্কু ঘোষ	১৩১
বাংলার সংস্কৃতিতে ভক্তিসংগীতের স্থান	তমাল দাস	১৩৫
Sound of Music	Nilanjan Ghosh	১৪২
Urban Legends : A study of Kolkata and Suburb	Suman Chatterjee	১৪৭
Folk Elements in shakespearean Drama : A Study of Macbeth and The Tempest	Purbasha Mondol	১৫৫

মাদুলি শিল্প : ভাগ্য নয়, শ্রমই যেখানে লোকজীবিকার অন্যতম উপায়

ড. অনির্বাণ মান্না

কত বিচিত্র এই লোকজীবন, কত বিচিত্র তার জীবিকা। কেউ ভাগ্য ফেরানোর আশায় পরিধান করে মাদলি, তাবিজ। আবার কেউ সেই মাদুলি কিংবা তাবিজ তৈরি করে নির্বাহ করে জীবিকা। বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের ব্লকের অন্তর্গত বনবীরসিংহ গ্রামে না গেলে বোঝাই যেত না যে এখান থেকে কী পরিমাণ মাদুলি, তাবিজ চলে যাচ্ছে কলকাতায়, কোলকাতা থেকে অন্যত্র।

বনবীরসিংহ খুবই বড় গ্রাম। বলা যায়, লোকশিল্প-সমৃদ্ধ গ্রাম। একসময় মল্লরাজার অধীন ছিল এই গ্রাম। মল্লরাজা বনবীরসিংহের নামেই রাখা হয়েছে গ্রামের নাম। লোক সংখ্যা প্রায় ৫২৩১ এবং বাড়ির সংখ্যা প্রায় ১২২৬টি। তার মধ্যে তাঁতশিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ২৫০ ঘর। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও মাত্র ৫০টি পরিবার মাদুলি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বর্তমানে ১১৫টি পরিবার মাদুলি ও তাবিজ তৈরির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। চাকরি, কৃষিকাজ ছাড়া গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ তাঁত শিল্প কিংবা মাদুলিশিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। তিন পুরুষেরও বেশি সময় ধরে উত্তরাধিকার সূত্রে এই লোকজীবিকার চল। বনবীরসিংহের লোকজন বলেন, প্রায় ৩০০ বছর ধরে মাদুলি ও তাবিজ তৈরি হচ্ছে এখানে। মাদুলি, তাবিজ তৈরি করেই সংসার প্রতিপালন, মেয়ের বিয়ে দেওয়া, সন্তানের পড়াশুনা, বাড়ি তৈরি সবকিছুই সম্পন্ন করে থাকে এখানের মাদুলি শিল্পীরা।

মাদোলের মতো দেখতে তাই এর নাম মাদুলি। মাদুলির অবয়বের বিভিন্ন অংশগুলি প্রথমে আলাদা করে তৈরি করা হয়। তারপর সেগুলিকে জুড়ে দিয়ে তৈরি করা হয় মাদুলি। মাদুলি অনেকটা চোঙের মতো দেখতে। তাই টিনের পাত দিয়ে চোঙ তৈরি করা হয়। এই পাতকে চোঙপাত বলা হয়। তারপর ওই চোঙের দুদিকে ছোট গোলপাত দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়। এই গোল পাতকে চাকি বা ঢাকনা বলে। আর পরিধানের জন্য মাদুলির যে অংশে সুতো বা ধাতব চেন বাঁধা হয় সে আংটার মতো অংশটিকে বঁকি বলে। তাবিজের ক্ষেত্রেও একই পাত ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মাদুলি তৈরি করার জন্য যে সব কাঁচামালের প্রয়োজন হয় সেগুলি হল—চোঙপাত

(মোটা), চোঙপাত (পাতলা), বুঁকি ও ঢাকির পাত, পিতলের পাত, সুতো, কাগজ, মাটি, তুঁষ,কাঠকয়লা ও সালফিউরিক অ্যাসিড। মাদুলি তৈরির উপাদান সংগ্রহ, মাদুলি তৈরি এবং সেগুলিকে বাজারজাত করার ক্ষেত্রে সাধারণত তিন ধরনের মানুষ যুক্ত থাকেন। (ক) মহাজন (খ) কারিগর (গ) অন্যান্য।

(ক) মহাজন : মাদুলি তৈরির ক্ষেত্রে এরাই সবচেয়ে উপরের স্তরে থাকেন। মূলত, মাদুলি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পাত, পিতল কলকাতা থেকে বস্তায় এনে মাদুলি শিল্পীকে দেন। শিল্পী অর্ডার মতো নির্দিষ্ট সময়ে সেই মাদুলি মহাজনকে দেন। মহাজন সেই মাদুলি কলকাতা বা অন্যত্র বাজারজাত করেন। কাঁচামালের দাম বাদ দিয়ে শিল্পীকে তাঁর লভ্যাংশ বুঝিয়ে দেন। প্রসঙ্গত, মাদুলিগুলি পিতলের হয়। যদি এগুলিকে নিকেল বা রুপোর গিল্টি করতে হয় তাহলে মহাজন সেই কাজটি নিজেই করে নেন।

(খ) কারিগর বা শিল্পী : মাদুলি তৈরির মূল কাজটি করেন কারিগর বা শিল্পী। এই কাজটি তিনি শুধু একা করেন না, পরিবারের সকলেই এই কাজটির সঙ্গে যুক্ত হন। ছোটবেলা থেকে দেখে দেখে সকলেই মাদুলি তৈরিতে দক্ষ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বাড়ির মহিলারাও রান্নাবান্নার আগে পরে মাদুলি তৈরি করে।

আগে বাড়ির ছেলেমেয়েরাও এই কাজে অংশ নিত। এখন পড়াশোনা করে। সাধারণত, পনেরো বছরের আগে তারা এই কাজে অংশগ্রহণ করে না। বাড়ির মধ্যেই একটা ঘরে মাদুলি তৈরির মালপত্র, যন্ত্রপাতি থাকে। সেখানে বসেই কারিগর বাড়ির পরিজনদের সহায়তায় মাদুলি তৈরির কাজ করেন। তবে মাদুলি বানানোর কাজটি বাড়ি থেকে একটু দূরে ছোট ঘর করে সেখানে করা হয়। একে 'শালঘর' বলে। বাড়ির লোকজন কম থাকলে কিংবা অর্ডার বেশি থাকলে কারিগর অনেকসময় অন্য কাউকে মাদুলি 'বাধাই', 'ঘুড়া' তৈরি করার অর্ডার দেন। তারা এসে মাল নিয়ে নিজের বাড়িতে সেগুলি তৈরি করে মূল কারিগরের বাড়িতে দিয়ে যান। বাড়িতে নিয়ে গেলে মহিলারাও এই কাজ করতে পারেন। এদেরকেও কারিগর বলে।

(গ) অন্যান্য : মহাজন, কারিগর ছাড়াও আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে মাদুলি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এদেরকে জোগানদার বলা যেতে পারে। মাদুলি তৈরির জন্য এক বিশেষ ধরনের মাটি পাওয়া যায়। যেমন, বনবীরসিংহ গ্রামে মাদুলি ঝালানোর জন্য প্রয়োজনীয় মাটি আনা হয় সোনামুখী ব্লকের ধানসিমলা অঞ্চলের ধোবাকুঁড় গ্রাম থেকে। কারিগরদের কাছে এই মাটি বিক্রি করে কিছু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। বাজারে যে কয়লা পাওয়া যায়, সেই কয়লায় মাদুলি ঝালানো যায় না। এজন্য কাঠকয়লার প্রয়োজন। কিছু মানুষ শুধু কাঠ কয়লা তৈরি করেন। শাল কিংবা মহুয়া কাঠকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে পুড়িয়ে মাটি চাপা দিয়ে তৈরি হয় এই কাঠ কয়লা। স্থানীয় বন বা জঙ্গল থেকে এই কাঠ সংগ্রহ করা হয়। বস্তা পিছু

দাম দিয়ে কারিগরেরা এই কয়লা কিনে নেন।

মাদুলি তৈরির জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান যেমন, কাগজ, সুতো, সালফিউরিক অ্যাসিড বাজার থেকে কারিগরেরা কিনে নেন। বনবীরসিংহের কারিগরেরা নিকস্থ ধগরিয়ায়ার রাইস মিল থেকে তুঁষ কিনে আনেন। একসঙ্গে চারপাঁচটি পরিবার বেশি পরিমাণে তুঁষ কিনে আনেন। তাতে তুঁষের দাম কিছুটা কম হয়, কেজিতে সাত টাকার পরিবর্তে পাঁচ টাকার মতো।

মাদুলি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের মূল্য তালিকা

কাঁচামালের দাম	পরিমাণ	মূল্য (টাকায়)
চোঙপাত (মোটা)	প্রতি কেজি	৭০
চোঙপাত (পাতলা)	প্রতি কেজি	৫২
বুঁকি বা চাকির পাত	প্রতি কেজি	৫২
পিতল	প্রতি কেজি	৫২০
সুতো	১০টি গুলি বা ১ মোড়া	৬০
কাগজ	প্রতি কেজি	২০
মাটি	প্রতি সিমেন্টের বস্তা	৭৫
তুঁষ	প্রতি কেজি	৫-৭
কাঠকয়লা	বড় বস্তা	৫০০
সলফিউরিক অ্যাসিড	১ বোতল	৫০

মাদোলের সদৃশ বলে যদি মাদুলি নাম হয় তবে বিভিন্ন সাইজ অনুযায়ী মাদুলির নামও বেশ অভিনব। সবচেয়ে ছোট আকারের মাদুলি অনেকটা মুড়কির মতো দেখতে বলে এর নাম হয়েছে 'মুড়কি মাদুলি'। বনবীরসিংহ গ্রামে মুড়কি তৈরির চল এখন খুব একটা নেই। বর্তমানে এই মাদুলি তৈরি হয় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের দেঝাট গ্রামে। তারপর মাদুলির হঠাৎ করে আকার একটু বেড়ে যাওয়ায় নাম হয়েছে 'বেয়াড়া'। বেয়াড়া ও মুড়কির মাঝে আছে 'মাঝারি মাদুলি'। বেয়াড়ার থেকে একটু বড় সাইজের ' স্পেশাল বেয়াড়া'। খর্বকায় বলে এর পরের সাইজের মাদুলির নাম 'গেঁড়ি'। এর পরের সাইজের মাদুলি বাদ্যযন্ত্রে পরিণত হয়েছে, নাম 'ঢাক'। তার থেকে বড় মাদুলির নাম 'জয়ঢাক'। জয়ঢাকের থেকে ছোট কিন্তু ঢাকের চেয়ে বড় মাদুলির নাম 'আনসাইজ'। সবচেয়ে বড় মাদুলির নাম ' ঢোল'। প্রত্যেক মাদুলির সাইজ আলাদা হওয়ার জন্য এগুলি তৈরির করার যন্ত্রপাতিও বিভিন্ন মাপের হয়ে থাকে।

বিভিন্ন প্রকারের মাদুলির পরিমাণ

মাদুলির নাম	লম্বা	বেড়
মুড়কি	১/২ ইঞ্চি	১/২ ইঞ্চি
মাঝারি	৩/৪ ইঞ্চি	৩/৪ ইঞ্চি
বেয়াড়া	১ ইঞ্চি	৩/৪ ইঞ্চি
স্পেশাল বেয়াড়া	১-১/৪ ইঞ্চি	৩/৪ ইঞ্চি
গেঁড়ি	১-১/৪ ইঞ্চি	১-১/২ ইঞ্চি
ঢাক	১-৩/৪ ইঞ্চি	১-১/২ ইঞ্চি
জয়ঢাক	১-৩/৪ ইঞ্চি	২ ইঞ্চি
বড় ঢাক	১-৩/৪ ইঞ্চি	২-১/২ ইঞ্চি
ঢোল	২ ইঞ্চি	৩ ইঞ্চি

মাদুলি তৈরির উপাদান হিসাবে আগে টিনের চৌকো পাত আসত, এখন বিভিন্ন মাদুলির সাইজ করে কাটা লম্বা পাত আসে। আর মাদুলিতে পিতলের প্রলেপ দেবার জন্য আসে পিতলের পাত। টিনের চকচকে পাতকে প্রথমে পুড়িয়ে কাজের সুবিধার জন্য অমসৃণ ও নরম করা হয়। পোড়ানোর আগে কিংবা পরে পাতে সালফিউরিক অ্যাসিড মেশানো হয়। বেড় তো আগে থেকেই ঠিক করা থাকে, শুধু সাইজ অনুযায়ী পাতের লম্বা দিকটি কাটা হয়। তারপর গাঁতি নামক যন্ত্রে চোঙের পাত ঢুকিয়ে আঁটলে ও হাতুড়ির সাহায্যে পাতকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠুকে ঠুকে চোঙ তৈরি করা হয়। একইভাবে পাত কেটে গাঁতি, আঁটলে যন্ত্রে সাহায্যে হাতুড়ি ঠুকে বঁকি বা আংটা তৈরি করা হয়। অন্যদিকে পিতলের পাত (দেড় ফুট চওড়া, চার ফুট লম্বা) কেটে ছোট ছোট টুকরো (১/২ ইঞ্চি বা ৩/৪ ইঞ্চি) করা হয়। নরম পাতের ওপর টোবনা (উগোর মতো) রেখে হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে চাকি কাটা হয়। এই চাকি মাদুলির দুপাশে ঢাকনার কাজ করে।

এর পরের পর্যায় হল 'ডাববাঁধা'। খড়িজাতীয় এঁটেল মাটিতে তুঁষ মিশিয়ে ভালো করে পাট করে ডাবের আকৃতির করা হয়। তারমধ্যে ঘুড়াগুলি রাখা হয়। ডাবে একই সাইজের মাদুলি থাকে। এক একটা ডাবে পাঁচশ থেকে হাজার মাদুলি থাকে। মুড়কি মাদুলি হলে সংখ্যাটা এক কাহন পর্যন্ত হতে পারে। ঘুড়াগুলি ডাবে রাখার পর ডাবের মুখটি বায়ু শূন্য করে মাটির ঢাকনা দিয়ে বোজানো হয়। এরপর সেটিকে রোদে বা আগুনের তাপে শুকিয়ে নেওয়া হয়। কামারের যেমন কামারশালা থাকে, মাদুলির কারিগরের তেমনই থাকে শালঘর। এখানে উনুন থাকে, তার ওপর মন্দিরের চূড়ায় মতো মাটির আচ্ছাদন করা হয়। কাঠকয়লার আগুনে ব্লোয়ার মশিনের হাওয়া দিয়ে

উত্তাপের তীব্রতা বাড়ানো হয়। খাপলা, আঙড়ো ডাবু ইত্যাদি যন্ত্রপাতির সাহায্যে ডাবকে ভালো করে পুড়িয়ে মাটিতে গর্ত করে চাপা দেওয়া হয়। প্রায় এক ঘণ্টা পর ডাবটিকে তুলে হাতুড়ি দিয়ে অল্প ঠুকলেই মাটি ছেড়ে যায়, বেরিয়ে আসে পোড়া কাগজসমেত মাদুলি। এরপর চালুনিতে মাদুলিকে চেলে তুঁষ দিয়ে মাজা হয়। পিতলের টুকরো আগুনে গলে গিয়ে সমগ্র মাদুলিটি পিতল-রঙা হয়ে ওঠে এবং চোঙ, চাকি এবং আংটা দৃঢ়ভাবে জুড়ে যায়। মহাজনেরা এই পিতল-রঙা মাদুলিগুলি কারিগরের কাছ থেকে কিনে নেয়। তারপর তারা এই মাদুলি গুলিকে মেশিন দিয়ে সিলভার কালার বা কপার কালার করে।

মূলত পাত কাটিং-এর কাজ করেন পুরুষ কারিগর। কিন্তু পাত কাটিং-এর পর চোঙ, বঁকি, চাকি, সুতো বাঁধাই কিংবা ঘুড়া তৈরিতে বাড়ির মহিলারাও অংশ গ্রহণ করে থাকে। শালঘরে ডাব তৈরি কিংবা ডাব পোড়ানোর জন্য অনেক সময় আলাদা কারিগর রাখা হয়। কারিগর ও তার পরিবার পৈতৃক এই শিল্পে নিজেরা কাজ করলে তো কথাই নেই, অন্য কারিগরকে দিয়ে কাজ করালে যে মূল্য দিতে হয় সেই শ্রম খরচের একটি তালিকা দেওয়া হল—

মাদুলি তৈরির বিভিন্ন অংশ ও পর্যায়ের নাম	কারা তৈরি করে	মূল্য
টিনের পাত কাটিং	পুরুষ	৫ টাকা / কাহন
পিতলের পাত কাটিং	পুরুষ	৫ টাকা / কাহন
বঁক বা বঁকি-র পাত কাটিং	পুরুষ	১২ টাকা / কাহন
চোঙ তৈরি	পুরুষ ও মহিলা	২৫ টাকা / কাহন
বঁক বা বঁকি তৈরি	পুরুষ ও মহিলা	২০ টাকা / কাহন
চাকি বা ঢাকনা তৈরি	পুরুষ	১২ টাকা / কাহন
পিতলের টুকরো তৈরি	পুরুষ	৭ টাকা / কাহন
মাদুলির বিভিন্ন অংশগুলিকে সুতো দিয়ে বাঁধাই	মহিলা	২৫ টাকা / কাহন
ঘুড়া তৈরি	মহিলা	১২ টাকা / কাহন
ডাব বাঁধা বা মুছি তৈরি	পুরুষ	৮ টাকা / ডাব
ডাব পোড়ানো বা ঝালানো	পুরুষ	১২ টাকা/ডাব

মোটামুটি এক কাহন (১২৮০) মাদুলি তৈরি করতে শ্রমখরচ প্রায় ১৪৩ টাকা। পরিবারের তিনজন প্রতিদিন গড়ে দেড় কাহন মাদুলি তৈরি করতে পারে।

বনবীরসিংহ গ্রামে তাবিজও তৈরি হয়। তাবিজ তৈরি করতে একই পাত ব্যবহৃত হয়। তবে, এর গাঁতি, আঁটলে আলাদা হয়। মোটা পাত, পাতলা পাত অনুযায়ী তাবিজের দামের তারতম্য হয়। মাদুলির থেকে তাবিজের চাহিদা কম। মাদুলির থেকে তাবিজের আকারগত পার্থক্য ছাড়াও আর একটি তফাৎ হল মাদুলিতে কোন ছবি থাকে না। কিন্তু ডাইস দিয়ে তাবিজের পাতের ওপর শিব, হনুমান, কালী, ৭৮৬, আরবী ভাষায় বিভিন্ন লেখার ছাপ দেওয়া হয়।

বনবীরসিংহ গ্রামে যে মাদুলি তৈরি হয় তা মূলত টিনের পাতের ওপর পিতলের প্রলেপ দেওয়া মাদুলি। তিন ধাতুর মাদুলি তৈরি হয় নদীয়ার শান্তিপুরে। জ্যৈষ্ঠমাস থেকে দুর্গাপুজো পর্যন্ত মাদুলি তৈরির চাহিদা বেশি থাকে। বিশেষ করে মনসাপুজোর সময়ে মাদুলি পরার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। ফলে এইসময় কাজের চাপও বেশি থাকে। ঈদের সময় তাবিজের চাহিদা বেড়ে যায়। মহাজন সময় মতো কারিগরের কাছ থেকে মাদুলি কিনে নিয়ে চলে যান। কারিগর, বিভিন্ন সাইজের মাদুলি ও তাবিজ যে দামে মহাজনকে বিক্রয় করেন তার একটি তালিকা দেওয়া হল—

মাদুলির নাম	মূল্য (টাকায়)/কাহন
মুড়কি	৩০০
মাঝারি	৩৫০
বেয়াড়া	৪১০
স্পেশাল বেয়াড়া	৪৫০
গেঁড়ি	৫১৫
ঢাক	৫৪০
আনসাইজ	৭৫০
জয় ঢাক	৮৫০
ঢোল	১০০০
তাবিজ (ছোট)	৬৫০
তাবিজ (মাঝারি)	৭৫০
তাবিজ (বড়)	৮৫০

মজার বিষয় হল, কারিগরের কাছ থেকে মহাজন কাহন হিসাবে মাদুলি কিংবা তাবিজ কেনেন আর তিনি বিক্রয় করেন হাজারে। কারিগর খেটে মরেন, আসল লাভ মহাজনের। মাদুলি, তাবিজের বাজারদর নিয়ন্ত্রণ পুরোটাই মহাজনের হাতে। মাত্র দুজন মহাজন আছেন বনবীরসিংহ গ্রামে—শ্যামলকুমার মল্লিক এবং যোগীন্দ্র গরাই। বাকি ১১৫টি পরিবার কারিগরের কাজ করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা

হল— স্বপন গড়াই, বিরাজ কর্মকার, সাধন কর্মকার, কার্তিক কর্মকার, রবি কর্মকার, নিতাই কর্মকার, পশুপতি কর্মকার, স্বপন কর্মকার, শ্যামাপদ কর্মকার, দ্বিজপদ কর্মকার, শিবপ্রসাদ কর্মকার, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গোস্বামী, শক্তিপদ বৈরাগ্য, হরভুক্ষ সেবাইত, তুষার সেবাইত, তপন গরাই, তারাপদ গরাই, সাধন বাগদি, বরুণ বাগদি, সমীর বাগদি, মনোরঞ্জন লোহার, স্বপন দাস, তাপস কর প্রমুখ। কারিগর হিসাবে মহিলারাও বেশ কয়েকজন আছেন— পূর্ণিমা কর্মকার, চাঁপারাণী কর্মকার, পুষ্পরাণী কর্মকার, সন্ধ্যারাণী কর্মকার প্রমুখ। এই একশ পনের জন সদস্য নিয়ে মাদুলি শিল্পীদের সমিতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুর NIT এই লোকশিল্প ও লোকশিল্পীদের নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। দুর্গাপুর NIT -র উদ্যোগেই এখানকার চল্লিশজন শিল্পীকে উত্তর চব্বিশ পরগণার কুমড়ো কাশীপুরে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবু কারিগরের মনে সুখ নাই। এই লোকজীবিকার যেন ক্রমশঃ টান পড়ছে।

সময় বদলাচ্ছে। মহাজন যোগীন্দ্র গরাই ফাইবারের মাদুলি তৈরির মেশিন বসিয়েছে। এক সেকেণ্ডে বারোটা ফাইবারের মাদুলি তৈরি হয়। খরচা কম, লাভ বেশি। সঙ্গে বসেছে নিকেলের রঙ বসানো মেশিন। ফাইবারের মাদুলিতে নিমেষে লাগানো হচ্ছে, তামা, সিলভার আর স্টিলের রঙ। হাত দিয়ে দেখলে তবেই বোঝা যায় ফাইবারের মাদুলি। নইলে দূর থেকে মনে হবে মেটাল। লোকজ প্রযুক্তিতে তৈরি মাদুলি কীভাবে পাল্লা দেবে আধুনিক প্রযুক্তিকে? যে পরিবার দৈনিক পাঁচ দশ টাকা উপার্জন করত,তার জীবিকায় হাত দিয়েছে লোভী প্রযুক্তি।

ক্ষেত্র সমীক্ষা শেষ করে ফেরার আগে কী মনে হল, কারিগর স্বপন গড়াইকে জিজ্ঞেস করলাম তারা নিজেরা মাদুলি পরে কিনা। দেখলাম, স্বপনবাবু একাই ছয়-সাতটি মাদুলি পরে আছেন। আরও জানলাম, বনবীরসিংহের বেশিরভাগ মানুষই মাদুলি ধারণ করেন। সাধারণত সন্তান লাভের আশায়, রোগজ্বালা নিবারণে, অর্থকষ্ট থেকে মুক্তি পেতে, সৌভাগ্য লাভের জন্য এরা মাদুলি পরে। সন্তান উৎপাদন সম্পর্কিত প্রবাদে বলা হয় 'শুধু তাবিজের জোর নয়, কোমরের জোরও লাগে', স্বপনবাবুরা এটা জানেন। জানেন বলেই কারিগরেরা আশা ছাড়েননি। তাঁরা সমবেত প্রচেষ্টায় সমিতি গড়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁরা ক্রমশ এগিয়ে চলেছেন। তাই বিশ্বাস করি, আগামী দিনেও লোক প্রযুক্তিতে নির্মিত এই মাদুলি শিল্প টিকে থাকবে। বেঁচে থাকবে বনবীরসিংহ গ্রামের মানুষের লোকজীবিকা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১. কালীপদ গাঙ্গুলি, বনবীরসিংহ, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া।
২. সৌনাভদীপ্ত দে, বালিঠ্যা, বাঁকুড়া।
৩. স্বপ্ন গরাই, বনবীরসিংহ, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া।